তৃতীয় রগিং ঃ ফসল কাটার ২/৩ দিন পূর্বে অন্য জাতের ধান গাছ, শ্যামাঘাস আলাদা করে তুলে ফেলুন।

চিত্র : তৃতীয় রগিং

ফসল কাটা, ধান মাড়াই ও সংরক্ষণ ঃ
জমিতে ধান পাকলে বা ধানগাছ শুকিয়ে গেলে ধান কাটায় বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। এতে কিছু ধান ঝরে পড়তে পারে এবং ধানের শিষকাটা লেদাপোকা এবং পশুপাখির আক্রমণ হতে পারে। শিষের অগ্রভাগ থেকে ধান পাকা শুরু হয়। মাঠে গিয়ে সারা ক্ষেতের ধান পাকা পরীক্ষা করতে হবে। শিষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শিষের নীচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে।

উফশী ধান মাড়াই করা সহজ। রগিংকৃত জমির ধান ভালভাবে পেকে গেলে ধান কেটে আলাদা ভাবে মাড়াই করে নিবেন যাতে বাড়ীতে অন্য জাতের ধানের সাথে মিশ্রন না হতে পারে। ধান মাড়াই করার জন্য পরিস্কার -পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিন। কাঁচা খোলার উপর সরাসরি ধান মাড়াই না করে চাটাই বা হোগলার উপর ধান পা দিয়ে ধীরে ধীরে মাড়াই করুন। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের ক্ষতি কম হয় এব ধান পরিস্কার থাকে। বীজ ধান এভাবে মাড়াই করার পর অন্ততপক্ষে ৫-৬ বার রোদে শুকিয়ে নিবেন।

চিত্র : ধান শুকানোর টেবিলে বীজ ধান শুকানো

ধান শুকানোর টেবিলে বীজ ধান শুকানো : এতে বীজের বর্ন ভাল থাকে এবং মাটিস্থ জীবানু দ্বারা বীজ সংক্রমিত হয় না।

ধানের বীজ সংরক্ষণ :
বীজ ধান সংরক্ষণের পাত্র হিসাবে প্লাস্টিক ড্রাম এবং টিন খুবই ভাল, এতে বীজের আর্দ্রতার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না, ইঁদুর ও পোকা বীজের ক্ষতি করতে পারে না এবং বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ভাল থাকে। সংরক্ষনের সময় শুকনা নিম পাতা বা চক পাউডার বীজের উপরে **১ ইঞ্চি** পরিমান স্তর করে দিলে বীজে পোকার আক্রমণ কম হয়।

বীজ পাত্রটি মাচার উপরে রাখলে ভাল হয়। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে পাত্রের মুখ খুলে পোকায় আক্রমন করেছে কিনা তা দেখতে হবে। পোকার আক্রমন হলে রৌদ্রে শুকিয়ে ঝাড়াই করে পূনরায় সংরক্ষন করতে হবে।

চিত্র : প্লাটিক ড্রাম ও টিন পাত্রে ধান বীজ সংরক্ষন

প্রকাশনায় :
সীড হেল্‌থ ইমপ্রুভমেন্ট সাব-প্রজেক্ট (শিপ) ব্র্যাক
হবিগঞ্জ সাইট, ডিসেম্বর ২০০৩

সীড হেল্‌থ ইমপ্রুভমেন্ট সাব-প্রজেক্ট (শিপ)

সাব-প্রজেক্ট অফ পেট্টা

সহযোগিতায় : ইরি, ব্রি, কেবি

অর্থায়নে : ডিএফআইডি

বাস্তবায়নে : ব্র্যাক

BRAC Develoment Program
BRAC Centre, 75 Mohakhali, Dhaka-1212
Tel: PABX 9881265, 8824180
Fax: 880-2-8823542
E-mail: rdp@bdmail.net

ভূমিকা :

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। কিন্তু, ভাল বীজের অভাবে এদেশে ধান উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র ভাল বীজ ব্যবহার করে কমপক্ষে ১০% ফলন বাড়ে। কৃষকের হাতে ভাল ধান বীজ পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্র্যাক "সীড হেলথ্ ইমপ্রোভমেন্ট প্রজেক্ট" হাতে নিয়েছে।

বীজ বাছাই :

(১) হাত দ্বারা বাছাই : শুধু মাত্র বীজ উৎপাদনের জন্য অল্প পরিমান বীজ (২ কেজি) হাত দ্বারা একটা একটা করে বেছে নিন। পুষ্ট, পরিষ্কার ও সুষম আকারের বীজ বেছে নিতে হবে। অন্য জাতের বীজ, বিবর্ণ বীজ, দাগযুক্ত বীজ, অপুষ্ট বীজ, রোগ ও পোকাক্রান্ত বীজ, আগাছা বীজ, অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি বীজ বাছাইয়ের সময় বাদ দিতে হবে।

হাত দ্বারা বীজ বাছাই পদ্ধতি

(২) **ভিজা পদ্ধতিতে বীজ বাছাই :** এ পদ্ধতিতে বেশী পরিমান বীজ বাছাই করা যায়। প্রায় ৪০ লিটার পরিষ্কার পানিতে দেড় কেজি ইউরিয়া সার গুলে নিয়ে তার মধ্যে বীজ ছেড়ে দিয়ে নেরেচেড়ে নিন। ভারী, পুষ্ট, সুস্থ ও সবল বীজ ডুবে নীচে জমা হবে এবং অপরিপুষ্ট, হালকা, রোগা বা ভাঙ্গা বীজ ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো পৃথক করে নিন। ভারী বীজগুলো নীচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিন। অথবা এভাবে বাছাইকৃত বীজ জাগ দিয়ে মুখ ফুটিয়ে বীজতলায় বুনতে পারেন।

বীজতলা তৈরি :

সাধারণত বোরো মৌসুমে ভেজা কাদাময় বীজতলা তৈরি করা হয়।

ভেজা-কাদাময় বীজতলা : বীজতলার জমিতে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে দু-তিনটি চাষ ও মই দিয়ে অন্তত ৭-১০ দিন পর্যন্ত জমিতে পানি আটকে রাখা দরকার। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পঁচে মাটির সাথে মিশে সারের কাজ করবে। তারপর চাষ আর মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে জমি তৈরি করতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপন :

কমপক্ষে শতকরা ৮০টা বীজ গজায় এ রকম পুষ্ট ও পরিষ্কার বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রেখে ঘরের এক কোণায় বস্তাবন্দী অবস্থায় অথবা কোন বড় মাটির পাত্রে বা ড্রামে জাগ দিয়ে রাখলে ধানের মুখ ফেটে অঙ্কুর বের হয়ে আসবে। এরূপ অঙ্কুরিত বীজ কেবলমাত্র ভেজা কাদাময় বীজতলায় বপন করা হয়।

রোপনের নিয়ম : রোপনের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই চলে। প্রতি গর্তে ২-৩টি চার রোপণ করা দরকার।

চারা রোপণের দূরত্ব : উফশী ধানের মৌসুম ও জমির উর্বরতাভেদে সারি থেকে সারি ১৫-৪০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং গুছি থেকে গুছি ১৫-৪০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা যায়।

চারার বয়স : চারার বয়স আউশ মৌসুমে ২০ -৩০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ৪০ - ৫০ দিন হওয়া উচিত। রোপা আমনের জন্য চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে ভাল হয়।

পরিচর্যা : সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মত রোগ, পোকা ও আগাছা দমন করা প্রয়োজন।

মাঠে বীজের স্বাস্থ্য নির্বাচন (রগিং) : অন্য জাতের ধান গাছ, আগাছা, রোগাক্রান্ত ধান গাছ ইত্যাদি বীজ ধানের জমি থেকে তুলে ফেলাকে রগিং বলা হয়।

কৃষক তার প্রয়োজনীয় ধান বীজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হলুদ পতাকা সহ চারটি খুটি দ্বারা চিহ্নিত করে "মাঠে বীজের স্বাস্থ্য নির্বাচন" করবেন। এই অংশে মোট তিন বার রগিং করতে হবে।

প্রথম রগিং : চারা রোপনের ৪০ দিন পর (সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়) প্রথম রগিং করতে হবে। এসময় আগাছা ও অন্য জাতের ধান গাছ পতাকা চিহ্নিত অংশ থেকে তুলে ফেলুন।

চিত্র : প্রথম রগিং

দ্বিতীয় রগিং : ধানের দুধ অবস্থা থেকে দানা গঠন শুরু পর্যন্ত সময়ে শ্যামাঘাস, খোলপঁচা রোগে আক্রান্ত শীষ এবং অন্য জাতের ধান গাছ তুলে ফেলুন ।

চিত্র : দ্বিতীয় রগিং